তারিখ ..16 JAN 2016...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৭...

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট

এম এইচ খান মঞ্জু

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। শিক্ষা গড়ে তোলে সুনাগরিক। সুনাগরিকের হাতে সুন্দর হয় সমাজ। রাষ্ট্রের উন্নতিতে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফলে এই শিক্ষা বিস্তারের সাফল্যের ওপরই একটি দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভরশীল। অথচ আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে শিক্ষক সংকট। অনেক স্কুলে প্রধানশিক্ষক আছেন তো সহকারী শিক্ষক নেই। আবার কোথাও সহকারী শিক্ষক আছেন, প্রধানশিক্ষক নেই—ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। ক্ষোভ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে। পাঠদানের নেই পরিবেশ। খেলার জন্য নেই প্রয়োজনীয় মাঠ। এমনকী অনেক স্কুলের ঘরও নেই। অনেক স্কুলে ১০ বছরের অধিক সময় ধরে প্রধানশিক্ষক নেই। একই অবস্থা সহকারী শিক্ষকদেরও।

দেশের প্রায় সর্বত্র কমবেশি একই রকম প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র। কোথাও স্কুলঘর আছে তো শিক্ষক নেই। কোথাও শিক্ষক আছেন তো ঘর নেই। কোথাও কোথাও এ দুটো থাকলেও ছাত্রছাত্রী আছে নামকাওয়াস্তে। এমনই হ-য-ব-র-ল অবস্থায় চলছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম। দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে যদি কোনো স্কুলে প্রধানশিক্ষক না থাকেন, তাহলে স্কুলের কী অবস্থা হয় তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? আসলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এই চিত্রই বলে দেয় এর দৈন্যদশা। কোথাও কোথাও সরকারি তহবিল থেকে বেতন তোলা হয় ঠিকই, কিন্তু স্কুল আছে কি না, স্কুল থাকলেও ছাত্র-শিক্ষক আছেন কি না, তার কোনো খোঁজ নেই। এমনকী যাঁরা খোঁজ নেবেন, সেই শিক্ষা-কর্মকর্তাও নেই অনেক স্থানে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। অনেক জায়গায় প্রায় অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে আছে প্রাথমিক স্কুলঘর। ছাত্র-শিক্ষক কিছুই নেই। কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে বেতন যথানিয়মেই তোলা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে ভিত্তি। এ ভিত্তি যদি নড়বড়ে হয়, তাহলে পুরো শিক্ষারই নড়বড়ে হবার আশঙ্কা থাকে বেশি। হচ্ছেও তাই। আমাদের উচ্চতর শিক্ষার যে দৈন্যদশা, তা প্রাথমিকেরই পরিণতি বৈ কিছু নয়। ভিত্তি যদি শক্ত হয়, তাহলে মূল অবকাঠামোও শক্ত ও মজবুত হতে বাধ্য। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকলে আগা নির্গলদ হবে কী করে? প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি চিত্র প্রায়শ দেখা যায়—স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিভিন্ন কৌশলে নিজের বাড়ির কাছে পোস্টিং নেন। তিনি বাড়ির কাজও দেখাশোনা করেন, সরকারি স্কুলও চালান। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ির গৃহস্থালির কাজ সারতে দেরি হয়ে যায়। হন্তদন্ত হয়ে যখন স্কুলে উপস্থিত হন, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার পথে। ছাত্রছাত্রীরা স্যার না আসায় সারাদিন স্কুলমাঠে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পেটের ক্ষুধাও বেড়ে যায়। তাই স্যার স্কুলে আসবার পর হাজিরা খাতায় টিক চিহ্ন দিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হয়। এমন দৃশ্য দেশের অনেক স্থানেই দেখা যায়। বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক বললেও অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার একই চিত্র দেখা যায় এখনও। অথচ শিক্ষার মান বাড়াতে হলে এ স্তর থেকেই যত্নবান হওয়া খুব জরুরি। প্রাথমিকের ভিত্তি মজবুত হলে যে কোনো স্তরে ছাত্রছাত্রীরা ভালো করবে এটাই স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের অনেক প্রাথমিক পাস ছাত্রছাত্রী আছে যারা নিজের নাম-ধাম ও বাবার নাম পর্যন্ত ঠিকমতো লিখতে পারে না। এজন্য কে বা কারা দায়ী?

শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক স্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতি অবিলম্বে নজরদারি বাড়াতে হবে। কোথায় কোনো সমস্যা আছে কি না তা বের করে সমাধানের সঠিক পদক্ষেপ যেমন নিতে হবে, তেমনি শিক্ষকতার নামে কেউ ফাঁকিবাজি করেন কি না তাও চিহ্নিত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গুণগত মানবৃদ্ধিতেও মনোযোগী হতে হবে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও সরকারকে।

গোপালগঞ্জ